ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৭গ: মার্ক 10:11-12 এবং ব্যভিচারে মিথ্যা সমতা

এই পৃষ্ঠা ঈশ্বর যে বিবাহসমূহ গ্রহণ করেন সেই ধারাবাহিক সিরিজের অংশ এবং নিম্নলিখিত ক্রম অনুসরণ করে:

1. পরিশিষ্ট ৭ক: কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা: যে বিবাহসমূহ ঈশ্বর গ্রহণ করেন
2. পরিশিষ্ট ৭খ: বিচ্ছেদ-পত্র — সত্য ও মিথ
3. পরিশিষ্ট ৭গ: মার্ক 10:11-12 এবং ব্যভিচারে মিথ্যা সমতা (বর্তমান পৃষ্ঠা).
4. পরিশিষ্ট ৭ঘ: প্রশ্নোত্তর — কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা

বিবাহবিচ্ছেদ মতবাদে মার্ক **10-**এর অর্থ

এই প্রবন্ধে মার্ক 10:11-12-এর ভুল ব্যাখ্যাগুলো খণ্ডন করা হয়েছে, যেগুলো থেকে বোঝানো হয় যে যিশু নাকি ব্যভিচারের বিষয়ে পুরুষ ও নারীকে সমান করেছেন, অথবা যে ইহুদি প্রেক্ষাপটে নারীরাও বিচ্ছেদ শুরু করতে পারত।

প্রশ্ন**:** মার্ক 10:11-12 কি প্রমাণ করে যে যিশু ঈশ্বরের বিচ্ছেদ-বিষয়ক বিধি পরিবর্তন করেছিলেন?

উত্তর**:** না—কোনোভাবেই নয়। মার্ক 10:11-12-এ যিশু (1) নারীকেও ব্যভিচারের ভুক্তভোগী হিসেবে দেখিয়েছেন, এবং (2) নারীকেও স্বামীকে ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন—এমন ধারণার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো যে এমন বোঝাপড়া এই বিষয়ে শাস্ত্রের সার্বিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় একটি মৌলিক নীতি হলো—কোনো মতবাদ একক আয়াতের ভিত্তিতে নির্মাণ করা যায় না। সমগ্র বাইবেলীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি—অনুপ্রাণিত অন্যান্য পুস্তক ও লেখকের কথাও সহ। এটি শাস্ত্রের মতবাদগত অখণ্ডতা রক্ষা করে এবং বিচ্ছিন্ন/বিকৃত ব্যাখ্যা ঠেকায়।

অর্থাৎ, মার্ক-এর এই বাক্যাংশ থেকে টেনে নেওয়া উক্ত দুই ভুল বোঝাপড়া এতটাই গুরুতর যে এখানে যিশু নাকি পিতৃপুরুষদের যুগ থেকে ঈশ্বর যা শিক্ষা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন—এ কথা বলা যায় না।

এ যদি সত্যিই মশীহের কোনো নতুন নির্দেশ হতো, তবে তা অন্যত্রও—আরও স্পষ্টভাবে—থাকত, বিশেষত পর্বতদেশের উপদেশে যেখানে বিচ্ছেদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তখন আমরা এমন কিছু পড়তাম:
“প্রাচীনদের কাছে যা বলা হয়েছিল তোমরা শুনেছ: পুরুষ তার স্ত্রীকে ছেড়ে আরেক কুমারী বা বিধবাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: যে নিজ স্ত্রীকে ছেড়ে অন্যের সাথে যুক্ত হয়, সে প্রথমটির বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে…”

কিন্তু, স্পষ্টতই, এমন কিছু নেই।

মার্ক **10:11-12-**এর ব্যাখ্যা

মার্ক 10 ভীষণভাবে প্রেক্ষাপট-নির্ভর। এই অংশটি এমন এক সময়ে লিপিবদ্ধ, যখন ন্যূনতম বিধি-কানুনে বিচ্ছেদ হতো এবং নারী-পুরুষ উভয়েই তা শুরু করতে পারত—যা মোশি বা শমূয়েলের যুগের বাস্তবতার থেকে একেবারেই ভিন্ন। জন বাপ্তাইস্ত কেন কারাগারে গিয়েছিলেন—এই কারণটি ভাবলেই বোঝা যায়। এটি ছিল হেরোদের প্যালেস্টাইন, পিতৃপুরুষদের নয়।

এই সময়ে ইহুদিরা গ্রিক-রোমান সমাজ-রীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল—বিবাহ, চেহারা-পরিচর্যা, নারীর কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়েও।

যে-কোনো কারণে বিচ্ছেদের মতবাদ

রব্বি হিল্লেল-এর শেখানো যে-কোনো কারণে বিচ্ছেদের মতবাদটি ছিল সামাজিক চাপে পড়া ইহুদি পুরুষদের মানসিকতার ফল—পতিত মানবস্বভাব অনুযায়ী—তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের ছেড়ে আরো আকর্ষণীয়, কমবয়সী, বা ধনী পরিবারের নারীদের সঙ্গে বিবাহ করতে চাইত।

দুর্ভাগ্যবশত, এই মানসিকতা আজও বেঁচে আছে, গির্জার ভেতরও—যেখানে পুরুষেরা স্ত্রীদের ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়—এবং প্রায়ই সেই “অন্যরা” আগেই তালাকপ্রাপ্ত নারী।

তিনটি কেন্দ্রীয় ভাষাগত বিষয়

মার্ক 10:11-এর বাক্যে তিনটি মূল শব্দ আছে, যা পাঠের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট করতে সাহায্য করে:

και λεγει αυτοις Ος εαν απολυση την **γυναικα** αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται **ἐπ’** **αὐτήν**

γυναικα (gynaika)

γυναίκα হলো γυνή-এর দ্বিতীয়া বিভক্তি একবচন; বৈবাহিক প্রেক্ষাপটে (যেমন মার্ক 10:11) শব্দটি বিশেষভাবে এক বিবাহিতা নারীকে বোঝায়—সাধারণ নারীকে নয়। এতে বোঝা যায়, যিশুর উত্তরটির কেন্দ্র হলো বিবাহ-চুক্তি লঙ্ঘন—বিধবা বা কুমারীর সঙ্গে নতুন বৈধ বন্ধন নয়।

ἐπ’ (epí)

ἐπί সাধারণত উপরে, সঙ্গে, উপরে, ভিতরে—এই অর্থে ব্যবহৃত এক পূর্বপদ। এই আয়াতে কিছু অনুবাদ বিরুদ্ধে বেছে নিলেও, ভাষাগত ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এটি ἐπί-এর সাধারণতম রূপ নয়।

বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত বাইবেল, NIV (New International Version)-এ, উদাহরণস্বরূপ, ἐπί মোট 832 বারের মধ্যে মাত্র 35 বার বিরুদ্ধে করা হয়েছে; বাকি সব জায়গায় ভাবটি উপরে, উপরে, ভিতরে, সঙ্গে।

αὐτήν (autēn)

αὐτήν হলো সর্বনাম αὐτός-এর স্ত্রীলিঙ্গ একবচন দ্বিতীয়া বিভক্তি রূপ। মার্ক 10:11-এর কোইনে ব্যাকরণে “αὐτήν” (autēn – her) দ্বারা যিশু কোন নারীকে বোঝালেন—তা নির্দিষ্ট নয়।

ব্যাকরণগত বিভ্রান্তির কারণ—দুটি সম্ভাব্য পূর্বপদ আছে:

- **τὴν γυναῖκα αὐτοῦ** (“তার স্ত্রী”)—প্রথম নারী
- **ἄλλην** (“অন্য [নারী]”)—দ্বিতীয় নারী

দুটিই স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, দ্বিতীয়া বিভক্তি, এবং একই বাক্যগঠনে রয়েছে—ফলে “αὐτήν”-এর নির্দেশ ব্যাকরণগতভাবে দ্ব্যর্থক।

প্রেক্ষাপটানুগ অনুবাদ

মূল পাঠ ও ঐতিহাসিক-ভাষাগত-ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুবাদ হবে:

*“যে তার স্ত্রীকে **(γυναίκα)** ছেড়ে অন্যকে বিয়ে করে—অর্থাৎ আরেক **γυναίκα,** এমন এক নারী যিনি আগেই কারো স্ত্রী—সে তার **(ἐπί)** উপর/ভিতরে/উপরেই/সঙ্গে ব্যভিচার করে।”*

ভাবটি স্পষ্ট: যে পুরুষ তার বৈধ স্ত্রীকে ছেড়ে এমন এক নারীর সাথে যুক্ত হয়, যিনি আগেই আরেক পুরুষের স্ত্রী (অতএব কুমারী নন), সে এই নতুন নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে—একটি আত্মা যা আগেই অন্য পুরুষের সাথে যুক্ত।

“apolýō” ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ

মার্ক 10:12 নারীর দ্বারা আইনগত বিচ্ছেদ শুরু করার বাইবেলীয় সমর্থন দেয়—এবং ফলে সে আরেক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে—এই ধারণা মূল বাইবেলীয় প্রেক্ষাপটে অসমর্থিত এবং কালবৈষম্যপূর্ণ।

প্রথমত, একই আয়াতে যিশু বাক্যটি এই বলে শেষ করেন—সে যদি অন্য পুরুষের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে দু’জনই ব্যভিচার করে—মথি **5:32-**এ যেমন বলেছেন। আর ভাষাতত্ত্বগতভাবে ভুলটি আসে যে ক্রিয়াটি অধিকাংশ বাইবেলে “বিচ্ছেদ” হিসেবে অনূদিত—সেটির প্রকৃত অর্থ থেকে: ἀπολύω (apolýō)।

“বিচ্ছেদ” অনুবাদটি আধুনিক রীতির প্রতিফলন; কিন্তু বাইবেলীয় সময়ে ἀπολύω-এর অর্থ ছিল: ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত করা, বিদায় করা—ইত্যাদি শারীরিক/সম্পর্কগত ক্রিয়া। বাইবেলীয় ব্যবহারে ἀπολύω আইনগত প্রক্রিয়া বোঝায় না—এটি বিচ্ছেদ/বিচ্ছিন্নতার ক্রিয়া, কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি পদক্ষেপ নির্দেশ না করেই।

অর্থাৎ, মার্ক 10:12 কেবল বলে—কোনো নারী যদি স্বামীকে ছেড়ে প্রথম জন জীবিত থাকা অবস্থায়ই অন্য পুরুষের সাথে যুক্ত হয়, তবে সে ব্যভিচার করে—আইনগত কারণে নয়, বরং এখনো কার্যকর এক চুক্তি ভেঙে ফেলার কারণে।

উপসংহার

মার্ক 10:11-12-এর সঠিক পাঠ শাস্ত্রের বাকি অংশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে—যা কুমারী ও বিবাহিত নারীর মধ্যে পার্থক্য রাখে—এবং খারাপভাবে অনূদিত একক বাক্য থেকে নতুন মতবাদ দাঁড় করানো থেকে বিরত রাখে।